হোমের মেয়েদের ফ্যাশনে হাতেখড়ি দেবেন ঢাকার বিবি

মেয়েদের হাতে তৈরি সামগ্রী পাওয়া যাবে বিশ্ববাংলার বিপণিতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিজের দেশের জন্য কিছু করতে সুপারমডেল কেরিয়ারের ইতি টেনেছিলেন তিনি। ফ্যাশন জগতে খাদি এবং গামছা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাঁর হাত ধরেই। এবার এ রাজ্যের সরকারি হোমে থাকা মেয়েদের সেই ফ্যাশন-শিক্ষা দিতে চান বাংলাদেশের বিখ্যাত ডিজাইনার বিবি রাসেল।

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হোমে থাকা মেয়েদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগী হয়েছে নারী ও শিশুকল্যাণ দফতর এবং শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (সিপিসিআর)। ওই উদ্যোগে বিবিকে সামিল করছে সরকার। তাঁর কথায়, "অনেকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা কাজ করতে চাইছিলাম। এই প্রজেক্টটা মনের খুব কাছের।"

বৃহস্পতিবার লিলুয়ার এসএমএম হোমে কয়েকঘণ্টার জন্য ঘুরে দেখেছেন বিবি। সঙ্গে ছিলেন সিপিসিআরের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। ওই হোমে থাকা তাঁত উন্নত করা, বয়ন সংক্রান্ত ডিজাইন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে হোম কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন বিবি। হোমের মেয়েদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। পরে তিনি 'এবেলা'কে বলেন, "মেয়েদের কাউকে তাঁতের কাজ, কাউকে চরকা, মেশিন অথবা হাতের কাজ শেখাব। ওদের জীবনটা আরও সুন্দর করে তোলাই লক্ষ্য।"

বিবি জানান, আজ, শুক্রবারও ওই হোমে যাবেন। হোমের মেয়েদের নিজের হাতে আধুনিক পোশাক তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন। এমনকী, ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে গয়না এবং বিভিন্ন অ্যাকসেসরিস'ও তৈরি করতে শেখাবেন।

বাংলাদেশের অ্যাসিড আক্রান্তদের নিয়ে সম্প্রতি মডেলিং করিয়েছিলেন বিবি। তিনি জানিয়েছেন, হোমের মেয়েদের তৈরি পোশাকে তাঁদেরই সাজিয়ে ভবিষ্যতে ফ্যাশন শো করার ইচ্ছেও রয়েছে তাঁর। সূত্রের খবর, মেয়েদের হাতে তৈরি ওই সমস্ত সামগ্রী ভবিষ্যতে বিশ্ববাংলার বিভিন্ন বিপণিতেও পাওয়া যাবে।

সরকারি হোমের মেয়েদের স্বনির্ভর করার কাজে বিবির নিঃশর্ত যোগদানে উচ্ছ্বসিত নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর কথায়, "এই প্রকল্প মেয়েদের জন্য একটা নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। বিবি'দিকে পেয়ে আমরা সম্মানিত এবং আনন্দিত।" অন্যান্যা বলছেন, "ভবিষ্যতে বর্ধমানের হোমে গিয়েও মেয়েদের কাজ শেখাতে পারেন বিবি'দি।"

বিবিয়ানা: বৃহস্পতিবার লিলুয়ার হোমে বাংলাদেশের ডিজাইনার বিবি রাসেল। ■ নিজস্ব চিত্র